৭ম পাঠ

পাপ এবং পরিত্রাণ : সমস্যা এবং সমাধান

"শোন্ খোকা, পাশের ভিটেয় যে লোকেরা দালান তৈরি করছে, তারা আজ সিমেন্ট বালু মেশাচ্ছে। ওদের কাছে যাসনে তোর গায়ে নতুন জামা—একদম নষ্ট হয়ে যাবে।

তক্ষুনি তার ছয় বছরের দেহটাকে টান টান করে দাঁড়িয়েছিল। তার পর উদ্ধতভাবে মার্চ করতে করতে যে খানটায় দালান তৈরি হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে হাজির। সে ওখানে পৌঁছানো মাত্র একটা প্রজাপতি উড়ে এসে সিমেন্ট মেশানোর গামলার ভেতরে পড়ল। জীবটিকে মুক্ত করে আনবার জন্য খোকা তাড়াতাড়ি গামলার দিকে ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু তা করতে গিয়ে সে ভারসাম্য হারিয়ে একদম সিমেন্টের মধ্যে পড়ে গেল! চুল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সিমেন্ট তার সারা মুখ মণ্ডলে লেপে গেল, আর নতুন সার্টটা ও গেল নষ্ট হয়ে! উদ্ধত ভাবের বদলে ভীতি এসে তার মনে দানা বেঁধেছিল। সে এখন কি করে তার মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? তার এই অবাধ্যতার ফল কি হবে?

মানব জাতির অবস্থা ও ঠিক এইরূপ। ঈশ্বরের এই গৌরবময় সৃষ্টি (৬ষ্ঠ পাঠে আমরা পড়েছি) পাপের দ্বারা দুষিত ও কলুষিত হয়েছে। পাপের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে বাইবেল কি বলে এই পাঠে আমরা তা অধ্যয়ন করব। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই হতাশাপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে আমাদের অধ্যয়ন শেষ করতে হবে না। খ্রীষ্ট মানুষের পাপের জন্য যে সমাধানের ব্যবস্থা করেছেন তা-ও আমরা জানতে পারব। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অধ্যয়নের সময় আসুন আমরা পবিত্র আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করি।

পাঠের খসড়া ঃ

পাপের বাস্তবতা
পাপের উৎপত্তি
পাপের প্রকৃতি
পাপের পরিণতি
পাপীর পুনরুদ্ধার

পাঠের লক্ষ্যগুলি

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ

- ★ এমন কতকগুলি উদাহরণ দিতে পারবেন যেগুলি থেকে পাপের বাস্তবতার নিদর্শন পাওয়া যাবে।
- ★ শাস্ত্র থেকে পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি তা উল্লেখ করতে পারেন।
- ★ পাপের প্রকৃতি ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ★ যে পদক্ষেপগুলি অবলম্বন করলে পাপীর পুনরুদ্ধার সম্ভব সেগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে আদি ২ ও ৩ অধ্যায় এবং রোমীয় ৫ ও ৬ অধ্যায় পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশগুলি পাপের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায় ও পড়ুন—এখানে আপনি পাপের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত সমাধান সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবেন। তার পর স্বাভাবিক পথে পাঠের বিস্তারিত বিবরণের কাজ করুন।

২। পাঠের নির্দ্ধারিত পরীক্ষাটি দেওয়ার পরে ৫ম পাঠ থেকে ৭ম পাঠ পুনরীক্ষণ করুন। তার পর ২য় খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

প্রায়শ্চিত্ত	অবাধ্যতা	ইচ্ছাকৃত	অপসরণ
দূষণ	পুনরুদ্ধার	শত্রুতাপূর্ণ	ঝোঁক

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

পাপের বাস্তবতা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ পাপের একটি সংজ্ঞা এবং পাপের বাস্তবতার দুটি প্রমাণ উল্লেখ করতে পারা।

পাপের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে তাঁর সৃষ্ট বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবদের পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া আইন-কানুনের প্রতি অবাধ্যতা এবং সেগুলি মেনে চলতে না-পারা। ঈশ্বরের আইন-কানুন যেহেতু তাঁর নৈতিক স্বভাবেরই প্রকাশ, তাই ঈশ্বরের পবিত্র স্বভাবকে সন্তুষ্ট করতে হলে মানুষকে অবশ্যই ঐ আইন কানুন মেনে চলতে হবে। বাইবেলে পরিষ্কারভাবে পাপের বাস্তবতা প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি এর মধ্যে আমরা পাপের উৎপত্তি, স্বরূপ বা প্রকৃতি, পরিণতি এবং এর সমাধান দেখতে পাই। এই পাঠে পাপের এই সবগুলি দিক সম্বন্ধেই ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হবে।

আগের পাঠে আমরা দেখেছি যে মানুষ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। তাই সে জানে যে সে পাপের অপরাধে অপরাধী, যদি সে ১) তার যা করা উচিৎ নয় তাই করে ; ২) তার যা করা উচিৎ তা না করে ; ৩) তার যা হওয়া উচিৎ নয় তাই হয় ; অথবা ৪) তার যা হওয়া উচিৎ তা তা হয়। পাপের বাস্তবতার বহু নিদর্শন আছে। এদের প্রথমটি বাইবেলে পাওয়া যায়।

বাইবেলের নিদর্শন ঃ

পাপ হচ্ছে বাইবেলের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির একটি। আদি ৩ অধ্যায়ে মানুষের প্রথম পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৪ অধ্যায়ে ও সেই একই কাহিনী চালু রয়েছে, পাপের সমস্যা কিভাবে আমাদের আদি পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততিদের প্রভাবিত করেছে তাই "এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে ঈশ্বর কয়িনকে বলেন ঃ "পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, কিন্তু তুমি অবশ্যই তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে" (আদি ৪ ঃ ৭)। কিন্তু কয়িন তার ঈর্ষা, ঘৃণা ও বিদ্রোহের অনুভূতির বশীভূত হয়ে নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।

১। আদম ও হবার এবং কয়িনের পাপের প্রকৃতি বা স্বরূপ কি ছিল তিনটি কথায় লিখুন। (আদি ৩ ঃ ১১ এবং ৪ ঃ ৭)। .....
.....

বাইবেলের মধ্যে আমরা বারবার এই পাপের সমস্যাটি দেখতে পাই। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের পথ নির্দেশের জন্য লিখিত ব্যবস্থা দিয়েছিলেন (যাত্রা ২০ ঃ ১-১৭)। তিনি তাঁর প্রজাদের সমস্ত আইন-কানুন সম্বন্ধে মোশিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং কিভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তা ও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার পাপের জন্য ইস্রায়েল জাতির লোকদের উপযুক্ত বলি উৎসর্গ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন (লেবীয় ৪-৭ অধ্যায়)। এমন কি, সমগ্র ইস্রায়েল জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তিনি বছরের একটি দিন ঠিক করে দিয়েছিলেন (লেবীয়

১৬ অধ্যায়)। পুরাতন নিয়মে প্রথম পাঁচ খানি বইকে ব্যবস্থা পুস্তক বা আইনের বই বলা হয়, কারণ পবিত্র জীবন যাপন করবার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ মালা এবং পাপের ক্ষমা লাভের জন্য তাদের কি কি অবশ্য করণীয় তা সবই এর মধ্যে আছে।

যিহোশূয় থেকে ইষ্টের পর্যন্ত বাইবেলের ঐতিহাসিক বইগুলিতে আজ্ঞা পালনে ঈশ্বরের প্রজাদের শোচনীয় ব্যর্থতার বিবরণ আছে। ঈশ্বর ও তাঁর আইন-কানুন বিচারে ইস্রায়েল জাতির অধঃপতন, অবাধ্যতা, একগুঁয়েমী এবং বিদ্রোহের বিবরণ আমরা এগুলির মধ্যে পাই।

২। বিচারকর্তৃগণ ২ ঃ ৬-৭ এবং ২ ঃ ১০-১৯ পদের মধ্যে তুলনা করুন। যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে লোকদের কিরূপ পরিবর্তন হয়েছিল ?

.....

৩। বিচারকর্তৃগণ ৩ ঃ ৭, ৯, ১২; ১৫ ; ৪ ঃ ১ ; ৬ ঃ ১ পদ পড়ুন। এই পদ গুলিতে কোন্ প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

.....

গীত রচয়িতা ব্যক্তিগত পাপের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, "হে ঈশ্বর আমার প্রতি কৃপা কর··· ·····আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর, আমার পাপ হইতে আমাকে শুচি কর····· পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন" (গীত-সংহিতা ৫১ ঃ ১-২, ৫)। যে পাপ ইস্রায়েলের পতন ঘটিয়েছিল ভাব-বাদিগণ তার বিরুদ্ধে জাতিকে হুশিয়ার করেছেন (যিহিষ্কেল ২৩ ; যিরমিয় ৫ ; দানিয়েল ৯ ঃ ১-২৩)।

নূতন নিয়মে ইষ্কারতীয় যিহূদার বিশ্বাস ঘাতকতার বিবরণ আছে (মথি ২৬ ঃ ১৪-১৬)। তাতে আমাদের ত্রাণকর্তার দুঃখ ভোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তিনি জগতের পাপের ভার নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন (লূক ২২ ঃ ৩৯-৪৪ ; যোহন ১৯ ঃ ১-৩, ১৮)। তাতে অননিয় ও সাফিরার ঘৃণ্য চক্রান্ত বর্ণনা করা হয়েছে (প্রেরিত ৫ ঃ ১-১১)।

পাপের বাস্তবতার সবচেয়ে জীবন্ত নিদর্শনগুলির একটি পাওয়া যায় রোমীয় ১ ঃ ১৮-৩২ পদে। এখানে এইভাবে পাপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ

> আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের জ্ঞানে ধারণ করিতে সম্মত হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন। তাহারা সর্বপ্রকার অধার্মিকতা, দুষ্টতা, লোভ ও হিংসাতে পরিপূরিত, মাৎসর্য্য, বধ, বিবাদ, দল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ ; কর্ণেজপ, পরীবাদক, ঈশ্বর ঘৃণিত (বা ঈশ্বর ঘৃণাকারী), দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, বিষয়ের উৎপাদক, পিতা-মাতার অনাজ্ঞাবহ, নির্বোধ, নিয়ম ভঙ্গকারী স্নেহ-রহিত, নির্দয়। তাহারা ঈশ্বরের এই বিচার জ্ঞাত ছিল যে, যাহারা এই-রূপ আচরণ করে, তাহারা মৃত্যুর যোগ্য তথাপি তাহারা তদ্রূপ আচরণ করে, কেবল তাহা নয়, কিন্তু তদাচারী সকলের অনুমোদন করে (২৮-৩২ পদ)।

৪। ১ যোহন ৫ ঃ ১৭ পদ এবং আমাদের আলোচনার ভিত্তিতে পাপের সংজ্ঞা দিন।

.....

শাসনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে দৃষ্ট নিদর্শন ঃ

বাইবেলে যে আমরা পাপের বাস্তবতার বহু উদাহরণই পাই তা নয়, সমাজে শাসনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে তা আমাদের কাছে পাপের আরও নিদর্শন তুলে ধরে। বিচারকর্তৃগণ ২১ ঃ ২৫ পদে আমরা পড়ি ঃ "তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না ; যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত।" ঐ সময় পর্যন্ত ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত করবার জন্য বিচারকর্তৃগণকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ১ শমূয়েল ৮ অধ্যায়

আমরা দেখি যে ইস্রায়েলীয়েরা তাদের পরিচালনার জন্য শমূয়েলকে একজন রাজা নিযুক্ত করতে বলে। তারা তাদের চার পাশের অন্যান্য জাতিদের মত একইরূপ শাসন ব্যবস্থা চেয়েছিল (৫ পদ)। লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে অনিচ্ছুক ছিল বলে শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

লোকেরা অনেক সময় 'ইউটোপিয়া' নামে এমন এক কাল্পনিক স্থান বা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে যেখানে পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার এবং সামাজিক সমতা বিদ্যমান। এই কাল্পনিক রাষ্ট্রে কেউ অন্যের কাজে বাধা সৃষ্টি করে না, প্রত্যেকে সন্তুষ্ট চিত্তে অপরের মঙ্গল চেষ্টা করে, এবং জীবনের ভাল ভাল বিষয়গুলি পূর্ণরুপে ভোগ করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে ইউ-টোপিয়া রূপ রাষ্ট্র সম্ভব নয়। মানুষ তার স্বভাব অনুসারেই স্বার্থপর ও বিদ্রোহী। পাপ হচ্ছে এই জীবনের এমন একটি বাস্তব বিষয় আমরা প্রতি দিন যার সম্মুখীন হই। কেউই এর প্রভাব এড়াতে পারে না। সংবাদ-পত্র, রেডিও-টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণ মাধ্যমে পাপের শোচনীয় পরিণতি আমরা জানতে পারি, যা স্পষ্টভাবেই আমাদের সমাজে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় তার প্রতি ইংগিত করে।

পাপ অতি বাস্তব। তা কুসংস্কার কিম্বা অশিক্ষার ফল নয়। নারী-পুরুষের স্বভাব থেকেই এর উৎপত্তি, যেহেতু তারা ঈশ্বরের আইন-বিরুদ্ধ পথে নিজেদের কু-বাসনা অনুসারে জীবন যাপন করে।

৫। আপনার নোট খাতায় পাপের বাস্তবতার দুটি প্রমাণ এবং প্রতিটির জন্য একটি উদাহরণ উল্লেখ করুন।

পাপের উৎপত্তি ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ যে উক্তিগুলি পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে নির্ভুল বর্ণনা দেয় সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

পাপ অনন্ত কাল যাবৎ ভালোর পাশাপাশি অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে কিনা এ ব্যাপারে দার্শনিকদের মধ্যে বহু শতাব্দি ধরে মত-বিরোধ বিদ্যমান। কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভাল-মন্দের মধ্যে সংগ্রাম সর্বদা ছিল, আর তা অনন্ত কাল ধরে বজায় থাকবে। এমন সময় কি কখনও ছিল যখন শুধু মাত্র ভাল ছাড়া মন্দের কোন অস্তিত্বই ছিল না? যদি তাই হয়, তাহলে পাপ প্রবেশ করল কখন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাবার জন্য আমরা এখন এই মহাবিশ্বে ও মানব জাতির মধ্যে পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি ঃ

দূতগণের পাপ ও পতন এবং মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা আমরা ৫ম পাঠে আলোচনা করেছি। মানব জাতির মধ্যে পাপের বিস্তারের সাথে এদের সম্পর্ক কি তা দেখার জন্য আমরা এই তথ্যগুলি সংক্ষেপে পুনরীক্ষণ করব। প্রথম ৫ পাঠের "দূতগণের নৈতিক চরিত্র" শীর্ষক অংশটি আবার পড়ুন। ঐ অংশটির সার-সংক্ষেপ এখানে দেওয়া হোল ঃ

১। দূতগণকে পবিত্র, নিখুঁত এবং ব্যক্তি সম্পন্ন সত্তার এক সংঘবদ্ধ দল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সৃষ্টি কর্তাকে সন্তুষ্ট করাই ছিল তাদের ইচ্ছার স্বাভাবিক ঝোঁক।

২। দূতগণের বাছ-বিচারের ক্ষমতা ছিল, অবাধ্যতার পরিণতি কি হবে তারা তা জানত।

৩। তাদের মধ্যে একজন, শয়তান এক উচ্চ পদে আসীন ছিল (যিহিষ্কেল ২৮ ঃ ১২ ; ২ করিন্থীয় ৪ ঃ ৪ ; ইফিষীয় ২ ঃ ২)।

৪। স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, শয়তানই ছিল শুরু থেকে তাদের বিদ্রোহের নেতা (যোহন ৮ ঃ ৪৪ ; ১ যোহন ৩ ঃ ৮)।

৫ ।শয়তানের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত পৃথিবীর রাজাদের উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, উচ্চাকাংখা এবং অতিরিক্ত

আত্ম-অহংকার থেকে তার পাপের শুরু হয়েছিল। (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৬ পদের সাথে যিহিষ্কেল ২৮ ঃ ১১-১৯ এবং যিশাইয় ১৪ ঃ ১৩-১৪ পদের তুলনা করুন)।

পূর্ববর্তী শাস্ত্রাংশগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শয়তান ঈশ্বরের অধীনে তার নিজ পদ সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিল। সে ঈশ্বরের সেবা করবার চেয়ে বরং নিজের উচ্চাভিলাষ নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিল। সে তার নিজের সৌন্দর্যের দ্বারা এতটা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে ভেবেছিল সে বুঝি তার সৃষ্টিকর্তাকেও ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে। সে ছিল স্বার্থপর, অসন্তুষ্ট এবং লোভী। সৃষ্টিকর্তা তাকে যা দিয়েছিলেন সে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে ঈশ্বর নিজের জন্য যা রেখেছিলেন তা-ও করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। শয়তানের মধ্যে আমরা পাপের যে লক্ষণগুলি দেখতে পাই সেগুলিই ছিল অবশিষ্ট মন্দ দূতগণের পাপের মূল কারণ।

এ সমস্তই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শয়তান তার দলবল নিয়ে যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল তখন থেকেই পাপ এই মহাবিশ্বে জীবনের এক নিত্য-সঙ্গী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের পাপ ছিল আমাদের প্রেমময় স্বর্গীয় পিতার শাসনের বিরোধিতার প্রতীক। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যর্থ করাই এখন শয়তানের উদ্দেশ্য। সে এমন এক জগতের নেতা যা ঈশ্বর ও তাঁর শাসনের ঘোর বিরোধী।

৬। মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) তাঁর প্রতি তাঁর সৃষ্ট জীবদের আনুগত্য পরীক্ষার জন্য ঈশ্বরই জগতে পাপ প্রবেশ করিয়েছিলেন।

খ) ভালোর সাথে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অনন্ত কাল ধরেই পাপ এই জগতে আছে।

গ) দায়িত্বশীল সৃষ্ট জীবেরা যখন তাদের সৃষ্টি কর্তার অবাধ্য হয়ে নিজেদের খুশীমত চলবার পথ বেছে নিয়েছিল তখনই পাপের শুরু হয়েছিল।

ঘ) শয়তান যখন তার নিজের উচ্চাভিলাষ ও আত্ম-অহংকার দ্বারা চালিত হয়ে এক উচ্চতর পদ লাভ করতে চেয়েছেন তখনই এই মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি হয়েছে।

ঙ। পছন্দ-অপছন্দ করবার ক্ষমতা যেমন দূতগণের জন্য তেমনি মানুষের জন্যও প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ তাঁর আরাধনা করবার জন্য ঈশ্বর কারও উপরে জোর খাটান না।

মানব জাতির মধ্যে ঃ

আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর মানুষকে পাপ-স্বভাব থেকে মুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে এক আদর্শ পরিবেশে স্থাপন করেছিলেন এবং তার প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। ঈশ্বর আদমকে এক শক্তিশালী মন এবং তার সময় ও শক্তি ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি তাকে এক সাহায্যকারী ও সঙ্গীনী হবাকে দিয়েছিলেন। এর পর সৃষ্টিকর্তা কতিপয় সরল নিয়ম-কানুন দিয়েছিলেন এবং এর অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে আদম-হবাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এই প্রথম নর-নারীর সঙ্গে ঈশ্বর এক গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

ঈশ্বরের হুশিয়ারী আদম-হবার জন্য একটি সরল পরীক্ষা স্বরূপ ছিল। সব রকম সুযোগ-সুবিধা ও পর্যাপ্তির মধ্যে একটি জিনিষই তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল ঃ একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া। তাঁর ইচ্ছার প্রতি তাদের বাধ্যতা বা অবাধ্যতা যাচাইয়ের জন্যই এই পরীক্ষাটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আদম-হবাকে নিজেদের বাছ-বিচারের ক্ষমতা ছাড়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে জীবন যাপনের জন্য যান্ত্রিক রোবটের মত করে সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের ইচ্ছার ঝোঁক ছিল ঈশ্বরের অভিমুখে। কিন্তু এই ঝোঁক বা প্রবণতা গ্রহণ বা প্রত্যাখান করবার ক্ষমতা তাদের ছিল বলে তারা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি অনুশীলন করে ভেবে চিন্তে কোন একটিকে বেছে নিতে পারত। এই সামর্থ্য ছিল পরীক্ষার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

শয়তান যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল তখন তাকে পাপের লোভ দেখানোর কেউ ছিল না। কিন্তু প্রথম নর-নারীর বেলায় এই প্রলোভনকারী ছিল। আদম-হবাকে এদোন উদ্যানে রাখবার পরেই শয়তান হবার কাছে গিয়ে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে ঈশ্বর তাকে ও আদমকে ভাল ও উপকারী একটা জিনিষ দিচ্ছেন না। একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হোল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে হবা কোনই প্রতিবাদ করে নি। "তোমরা অবশ্যই মরবে না" (আদি ৩ ঃ ৪)—এই কথা বলবার দ্বারা শয়তান প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে একজন মিথ্যাবাদি আখ্যায়িত করেছিল। হবা যেমন কোন আপত্তি উত্থাপন করেনি, তেমনি ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্রের পাশে শয়তানের মিথ্যা দাবিগুলি পরিমাপেরও চেষ্টা করেনি। বরং প্রলোভনকারী শয়তানের পরামর্শ অনুসরণ করে তার কি কি লাভ হবে সেই কথাই শুধু হবা চিন্তা করেছিল। তা তার ইন্দ্রিয়গুলির প্রতি, তার ক্ষুধার প্রতি এবং তার নব জাগ্রত উচ্চাকাংখার প্রতি আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

এইরূপে হবা তার ইচ্ছা-শক্তির একটি কাজের দ্বারা এবং শয়তানের প্রতারণাক্রমে, ঈশ্বরের বাঞ্চিত বিষয় নয়, কিন্তু তার নিজেরই বাঞ্চিত বিষয় করতে দৃঢ় সংকল্প হয়েছিল। আদি ৩ ঃ ১-৫ পদ থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, সে ১) এমন কিছু পেতে চেয়েছিল যা ঈশ্বর নিষিদ্ধ করেছিলেন ; ২) এমন কিছু জানতে চেয়েছিল যা ঈশ্বর প্রকাশ করেন নি ; এবং ৩) এমন কিছু হতে চেয়েছিল যা ঈশ্বরের আকাঙ্খিত ছিল না।

এইরূপে হবা ঈশ্বরের চেয়ে নিজেকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিল, আর তা ছিল পাপ। সে কি করতে যাচ্ছে তা সে চিন্তা করে দেখেছিল। ফলের দিকে চেয়ে তার মনে এই যুক্তি উদয় হয়েছিল যে, ফলগুলি যেহেতু ভাল খাদ্য তাই তা খাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় থাকতে পারে না। তার মনে আরও যুক্তির উদয় হয়েছিল যে, ফলগুলি দেখতে সুন্দর আর তা খেলে যদি জ্ঞান লাভ হয় তাহলে তা খাওয়া

অন্যায় হতে পারে না। এইরূপে সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি ভুলে গিয়েছিল ঃ **ঈশ্বর ঐ ফল খেতে নিষেধ করেছেন!** সে যা দেখতে চেয়েছিল কেবল মাত্র তাই দেখেই সে আর আদম সজ্ঞানে ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য হয়ে ঐ ফল খেয়েছিল। তাদের এই কাজের দ্বারা কি ঈশ্বরের গৌরব হবে?—পরিণতি উপলব্ধি করবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এই প্রশ্নটি নিয়ে তারা চিন্তা করেনি। তারা কি করতে যাচ্ছে এ বিষয়টি তারা আরও সতর্ক ভাবে বিবেচনা করে দেখেননি কেন?

অতএব আমাদের আদি পিতা-মাতাগণ স্বেচ্ছায়ই ঈশ্বরের হুশিয়ারী অবহেলা করেছিলেন। তারা শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হলেও ঈশ্বরের নির্দেশের অবাধ্য হওয়ার জন্য কেউ তাদের উপর জোর খাটায় নি। এই অবাধ্যতা মানব জাতির মধ্যে পাপ উৎপন্ন করেছিল (রোমীয় ৫ ঃ ১২ পদ দেখুন), আর যে মনোভাব পাপ কাজে চালিত করেছিল তা আজও মানব স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান। আমি এটা অনুভব করেছি, আর আপনিও করেছেন। এইরূপে জগতে পাপ প্রবেশ করে মানব জাতির উপরে তার কু-প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ঈশ্বরের সাথে মানুষের সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিল। আজও আদমের প্রতিটি বংশধরের উপরে পাপের ফল বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্যক্তি আদমের কাছ থেকে এক পাপ স্বভাব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে যার সংশোধন করা না হলে আত্মিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

৭। আদি ৩ ঃ ২২-২৩ এবং রোমীয় ৫ ঃ ১২ পদ পড়ুন। তারপর এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

ক) তার নিজের জীবনে আদমের পাপের ফল কি হয়েছিল?

.....

খ) আদমের সকল বংশধরদের জন্য এর ফল কি হয়েছিল?

.....

৮। ঈশ্বরের দ্বারা আদম-হবাকে এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় সংগত কেন, তা আপনার নোট খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখুন।

পাপের প্রকৃতি ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পাপের বিভিন্ন দিকগুলি সনাক্ত করতে পারা।

পাপ যদি কোন প্রাকৃতিক বস্তু হোত তাহলে ভালই হোত কারণ তাহলে আমরা তা আলাদা করতে পারতাম। আমরা তা ধ্বংস করবার জন্য বিজ্ঞানীদের কোন রাসায়নিক পদার্থ, ঔষধ অথবা সিরাম খুঁজে বের করতে বলতাম। তখন বিশেষজ্ঞ দল গিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি লোকালয়ের সবাইকে ইনজেকশন দিতেন, যার ফলে পাপের ক্ষমতা ও পরিণতি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেত। শীঘ্রই সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হোত, লোকেরা তখন ঈশ্বরের গৌরবার্থে জীবন যাপন করতে পারত। কিন্তু আমরা জানি যে পাপ কোন জীবানু বা ভাইরাস নয়। পাপের সত্যিকার প্রকৃতি কি ?

এই পাঠের প্রথমাংশে আমরা পাপের একটা ছোট সংজ্ঞা দিয়েছি ঃ তা হোল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবাধ্যতা ও তা পালন করতে না-পারা। তা হোল লোকদের যাবতীয় অন্যায় কাজ। আমাদের যা করা উচিত নয় তা করা, এবং যা করা উচিত তা না করা এ অন্তর্ভুক্ত।

হিব্রু ভাষার মূল পুরাতন নিয়মে এবং গ্রীক ভাষার মূল নূতন নিয়মে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ কাজ বর্ণনার জন্য অত্যন্ত অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাইবেলের যে পণ্ডিতগণ শব্দ গঠন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেছেন তারা এদের অন্তর্নিহিত ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। শব্দ গঠন সম্পর্কে তাদের অনুসন্ধান থেকে আমরা **পাপ** কথাটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারি। পাপের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি বিশেষণ ভিন্ন পথে ঈশ্বরের অসন্তোষ উৎপাদনকারী কোন কাজ বা মনোভাব বর্ণনা করে। এখন আমরা এদের কয়েকটি বিশেষণের

প্রতি নজর দেব (বাইবেলের নতুন ও আধুনিক অনুবাদ সমূহে ব্যবহৃত বিশেষণগুলি হুবহু আমাদের প্রদত্ত মূল হিব্রু অথবা গ্রীক শব্দগুলি থেকে প্রাপ্ত বিশেষণগুলির মত না হতেও পারে।)

১। **আজ্ঞা লংঘন** (রোমীয় ৫ ঃ ১৪-১৭)। "অনধিকার প্রবেশ নিষেধ"—এই নোটিশ আমরা প্রায়ই দেখতে পাই—এটি আসলে নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করবারই ভিন্ন প্রকাশ। কারও সম্পত্তিতে বা অধিকারে যাতে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করা না হয় সেই জন্য এই ধরণের নোটিশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লোকে যখন অন্যেরা তাদের সম্পত্তির বা জায়গা-জমির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করুক তা চায় না, তখন তারা এইরূপ নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। এটা নিবারণের জন্য তারা তাদের সম্পত্তি দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখে, কিম্বা এর সীমারেখা সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে রাখে। অনেক সময় তারা সীমা-লংঘন বা অনধিকার প্রবেশের জন্য প্রাপ্য শাস্তির কথাও উল্লেখ করে রাখে। তদ্রূপ ঈশ্বরও মানুষের জন্য কতিপয় নৈতিক সীমা রেখা স্থির করেছেন, যেগুলিকে আমরা **আইন** বলে থাকি। কেউ যখন এই আইন বা ঈশ্বরের আজ্ঞা লংঘন করে তখন সে পাপ করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আইনকে অবহেলা করে। আইন লংঘন বা অমান্য করা পাপ (১ যোহন ৩ ঃ ৪)।

২। **লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া** (যাত্রা ২০ ঃ ২০)। কোন ব্যক্তি যখন পাপ করে তখন সে তার জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়। এই অর্থে পাপ হচ্ছে **লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া** বা **লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়া**। ঈশ্বর তার জন্য যা পরিকল্পনা করেছিলেন সে তা অর্জন করতে পারেনি। **লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া** কথাটি ধনুর্বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত। তীর দিয়ে কোন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করতে না পারলে এই কথাটি ব্যবহৃত হোত।

৩। **স্বার্থপরতা** (গীতসংহিতা ১১৯ ঃ ৩৬ ; ফিলিপীয় ২ ঃ ৩)। মানুষের প্রথম অবাধ্যতার মূলে ছিল তার স্বার্থপরতা, কারণ

যা ঈশ্বর তাকে দিতে চাননি বলে মনে করেছিল তা-ই মানুষ পেতে চেয়েছিল। তা তার **অসাড় দম্ভ** বা **অহংকারের** প্রতি আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

৪। **বিদ্রোহ** (যাত্রা ২৩ঃ২১; ১ শমূয়েল ২৪ঃ১১)। বিদ্রোহী হওয়া মানে কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া বা তার বিরুদ্ধে যাওয়া। তা হচ্ছে ঈশ্বরের আইন বা ব্যবস্থা থেকে **অপসরণ** (বিপথে চলে যাওয়া)। যিশাইয় ভাববাদি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি" (যিশাইয় ৫৩ঃ৬)। আজ লোকেরা ঠিক এই কাজই করছে। প্রত্যেকেই "যার যার নিজের কাজ করতে চায়"—অর্থাৎ তার নিজের খুশীমত চলতে চায়। সমগ্র জনগোষ্ঠী ও জাতিগণের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। ঈশ্বর তাদের জন্য যে পথ ঠিক করে দিয়েছেন লোকেরা সে পথে চলতে চায় না।

৫। **দূষণ** (যাকোব ১ঃ২৭)। কেউ যখন ইচ্ছা পূর্বক পাপ করে তখন সে তার অন্যায় কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকে, কারণ তার বিবেক তাকে দোষী করে। পাপের ফলে যে অপরাধ বোধ জাগ্রত হয় তা তাকে তার দূষণ (অশুচিতা) সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সে নিজেকে নোংরা অনুভব করে। এই জন্যই শাস্ত্রে পাপ-দুষ্ট অবস্থা থেকে **শুচি** করবার কথা বলা হয়েছে (গীতসংহিতা ৫১ঃ২, ৭; ১ যোহন ১ঃ৭)।

সংক্ষেপে, পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্ট জীবদের দ্বারা তাঁর আইন-কানুন পালনে ব্যর্থতা। ঈশ্বরের গৌরব করা যার লক্ষ্য নয় এমন যে কোন কিছুই পাপ (রোমীয় ৩ঃ২৩)। মানুষের মধ্যে যা কিছু ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্র প্রকাশ করে না বা যা কিছু ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্রের পক্ষে অসঙ্গত তা পাপ।

৯। পাপের কোন একটি দিকের প্রতীক বিশেষণ গুলির সাথে তাদের উপযুক্ত সংজ্ঞাটি মেলান।

…ক) ঈশ্বরের পথে না চলে নিজের পথে চলতে চাওয়া।
…খ) এর ফলে শুচি করবার প্রয়োজন হয়।
…গ) জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে না পারা।
…ঘ) ঈশ্বর-কর্তৃক নিষিদ্ধ সীমা রেখা অতিক্রম করে যাওয়া।
…ঙ) ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যাওয়া—ঈশ্বরের আইন বা ব্যবস্থা থেকে অপসরণ।

১। সীমা লংঘন
২। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া
৩। স্বার্থপরতা
৪। বিদ্রোহ
৫। দূষণ

পাপের পরিণতি ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ যে উক্তিগুলি পাপের পরিণতি সম্পর্কে সত্য সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আদি পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে প্রথম পাপের শোচনীয় পরিণতিগুলি পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। ঈশ্বর যেমন নিশ্চয়রূপে বলেছিলেন, "সদসদ্-জ্ঞান-দায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না," তেমনি তিনি তাদের সতর্ক করেও দিয়েছিলেন, "কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে" (আদি ২ ঃ ১৭)। ঈশ্বরের হুশিয়ারী অবহেলা করে যা নিষিদ্ধ তা গ্রহণ করবার ফলে সেই প্রতিজ্ঞাত পরিণতিই মানুষের আদি পাপের প্রধান পরিণতিগুলি কি হয়েছিল আমরা তা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল ঃ

তারা ইচ্ছাপূর্বক ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে এই জ্ঞান ও সচেতনতা অবিলম্বে আদম-হবাকে এক অপরাধের অনুভূতি দিয়েছিল। তাদের নির্দোষিতা অন্তর্হিত হয়েছিল, তাদের বিবেক তাদের ঐ কাজের জন্য দোষারোপ করেছিল। তারা পরস্পরের সামনে এবং ঈশ্বরের

সামনে নিজেদের উলংগতা অনুভব করেছিল, আর তাই তারা লজ্জায় ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকাতে চেষ্টা করছিল। ঈশ্বর যখন তাদের কৃত কর্মের ব্যাপারে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন তারা একে অন্যকে দোষারোপ করবার চেষ্টা করেছিল। আদম দোষ দিয়েছিল হবাকে এবং হবা দোষ দিয়েছিল সাপকে (আদি ৩ঃ ১২-১৩)। আর এই শোচনীয় পাপের ফলে ঈশ্বরের সাথে তাদের সুন্দর ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল। তাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটেছিল (আদি ২ঃ ১৭), এবং তাদেরকে পবিত্র স্বর্গোদ্যান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; এর পরে তাদের জীবন ছিল একেবারে ভিন্ন, দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ।

পাপ স্বভাবের জন্ম হয়েছিল ঃ

আদম-হবার পাপ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের হৃদয়কেই কলুষিত করেনি অধিকন্তু তাদের সমস্ত বংশধরদের হৃদয়কেও দূষিত করেছে। বাইবেল বলে যে তাদের একটি পাপই ছিল দূষণকারী এমন একটি মূল উপাদান যা তাদের প্রতিটি বংশধরের মধ্যে, প্রতিটি মানব-সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে (রোমীয় ৫ঃ ১২)। আর এইভাবে সমগ্র জগৎ পাপের অধীনে এসেছে (গালাতীয় ৩ঃ ২২), এবং এই পাপের দাসত্ব বন্ধনের জন্যই আমরা ঈশ্বরের 'ক্রোধের সন্তান' (ইফিষীয় ২ঃ ৩) হয়েছি। এই পাপ স্বভাবের দরুন লোকদের পক্ষে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পাপ-দুষ্ট স্বভাব অনুসারে সে কি, বা তার স্বরূপ কি, তদনুসারে কাজ করে।

বাইবেল বলে যে আমরা এই পাপ স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি (গীতসংহিতা ৫১ঃ ৫)। আমরা শিশুদের নিখুঁত ও পাপ স্বভাব মুক্ত বলে মনে করতেই পছন্দ করি। কিন্তু আমরা যখন ভাই বোনকে পরস্পরের সাথে মারামারি করতে দেখি, তখন বুঝতে পারি যে, স্বার্থপরতা মানব স্বভাবের একটি অংশ। শিশুর অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা ও তার পাপ স্বভাব থেকে জাত।

১০। কোন্ শাস্ত্রাংশে (বামে) পাপের দ্বারা মানব সত্তার কোন্ অংশ কলুষিত হওয়ার (ডানে) কথা বলা হয়েছে দেখান।

··· ক) ১ তীমথিয় ৪ ঃ ২ ; তীত ১ ঃ ৫	১) বুদ্ধি
··· খ) রোমীয় ১ ঃ ২৮ ; ১ করিন্থীয় ২ ঃ ১৪ ; ২ করিন্থীয় ৪ ঃ ৪ ; ইফিষীয় ৪ ঃ ১৮	২) আবেগ বা অনুভূতি
··· গ) ইফিষীয় ২ ঃ ১, ৫ ; কলসীয় ২ ঃ ১৩, ১৮	৩) ইচ্ছা
	৪) বিবেক
··· ঘ) যিরমিয় ১৭ ঃ ৯-১০ ; ইফিষীয় ৪ ঃ ১৯	৫) আত্মা (মৃত)
··· ঙ) রোমীয় ১ ঃ ২৮ ; ৭ ঃ ১৮-২০	

এই শাস্ত্রাংশগুলি আমাদের দেখায় যে মানব সত্তার প্রতিটি অংশ পাপের দ্বারা কলুষিত আর এই অবস্থায় ঈশ্বরের সন্তোষ জনক কোন কাজই সে করতে পারে না। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, ঈশ্বর বিহীন কোন এক ব্যক্তি ভাল স্বভাবের এবং দয়ার স্বভাবের কাজ সম্পাদন কিম্বা উপলব্ধি করতে পারে না। এর মানে হল, আত্মিকভাবে পুনরুজ্জীবিত না হলে সে এমন কিছুই করতে পারে না যা ঈশ্বরের গ্রহণ যোগ্য। তার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাদৃশ্য ছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আমরা শুধু মাত্র আদমের পাপের পরিণতিগুলি এবং তার কাছ থেকে প্রাপ্ত পাপ স্বভাবের ফলগুলিই ভোগ করি তা নয়, আমরা আমাদের নিজেদের পাপের পরিণতিও ভোগ করি। আমি যদি অলস হই, কোন কাজ না করি, তাহলে আমাকে (এবং তেমনি আমার পরিবারকে) এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

আমাদের যে শুধুমাত্র নিজেদের পাপের ফলই ভোগ করতে হয় তা নয়, অনেক সময় অপরের পাপের পরিণতি ও আমাদের ভোগ করতে হয়। যে দেশের সরকারী কর্মচারীগণ দুর্নীতি পরায়ণ, সে দেশের নাগরিকেরা ভাল সরকারের বিভিন্ন আশীর্বাদ ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না। অতিরিক্ত মদ্যপায়ী পিতার সন্তানেরা একজন মাতা-

লের কাছ থেকে যেরূপ অন্যায় ব্যবহার পাওয়া সম্ভব তাই ভোগ করে। মাতাল ড্রাইভারের জন্যই বহু মোটর দুর্ঘটনা ঘটে ও লোকে প্রাণ হারায়। সাধারণ ভাবে সমাজ দুষ্কৃতি কারীদের কাছ থেকে অন্যায়-অত্যাচার ভোগ করে আবার তাদের জেল খানার খরচ ও বহন করে।

৬ষ্ঠ পাঠে আমরা দেখেছি যে মানুষের ভাল দিকটি প্রশংসনীয়, এখন আমরা তার দুঃখদায়ক দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেব। ঈশ্বর-বিহীন মানুষ নৈতিকভাবে ভ্রষ্ট বা কলুষিত। শেষ-কালের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে আমরা সর্বত্র ভয়ানক অবস্থা দেখব। ঈশ্বর প্রত্যা-দিষ্ট হয়ে প্রেরিত পৌল এই কথাগুলি লিখেছেন ঃ

> কিন্তু ইহা জানিও, শেষ-কালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে। কেননা মনুষ্যেরা আত্ম-প্রিয়, অর্থ প্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্ম নিন্দক, পিতা-মাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, সদ্‌বিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্বান্ধ, ঈশ্বর প্রিয় নয়, বরং বিলাস প্রিয় হইবে ; লোকে ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে (২ তীমথিয় ৩ ঃ ১-৫)।

১১। নীচের কোন্ উক্তিটি পাপের পরিণতি সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দান করে ?

ক) আজ আমরা শুধুমাত্র আদমের পাপ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের পাপ স্বভাবের জন্যই যে কষ্ট ভোগ করি তা নয়, অধিকন্তু অন্যদের পাপ কাজের পরিণতির জন্য ও আমাদের কষ্ট ভোগ করতে হয়।

খ) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পাপের পরিণতি ভোগ করে, কিন্তু অন্যদের জীবনে তার পাপের কোন ফল বর্তায় না।

গ) লোকেরা অধিকতর আলোক প্রাপ্ত হওয়ার ফলে শেষ-কালের দিন গুলিতে পাপের পরিণতিগুলি অনেক হ্রাস পাবে।

দেহ রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হয়েছে ঃ

এদন উদ্যানে থাকা কালে অসুস্থতা এবং রোগ-ব্যাধি আদম-হবার অজ্ঞাত ছিল। পাপের ফল হিসেবেই বীজাণু, ভাইরাস এবং সব ধরণের রোগ-ব্যাধির উদয় হয়েছে, এবং এর পর থেকে পাপ ও বিচার প্রসঙ্গে এগুলি দেখা গেছে (যাত্রা ১৫ ঃ ২৬, দ্বিঃ বিঃ ২৮ ঃ ৫৮-৬২)। পাপের ফলে যে প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছে যন্ত্রণা, ক্লান্তি এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ ইত্যাদি হচ্ছে তারই অংশ, আর এর পরিণতি হচ্ছে দৈহিক মৃত্যু (আদি ৩ ঃ ১৬-১৯)। প্রকৃত পক্ষে মানুষের পতনের ফলেই মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে। এমন কি জীবন যাপন প্রক্রিয়ায়ও ঈশ্বরের কাছে আসবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন-যাপন এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার প্রচেষ্টায় মানুষ শয়তানের বিরোধিতার সম্মুখীন (আদি ৩ ঃ ১৫)।

এক প্রতিকূল পরিবেশ ঃ

পাপের দরুন যে অভিশাপ নেমে এসেছিল সমগ্র মহাবিশ্বকেই তা ভোগ করতে হচ্ছে (আদি ৩ ঃ ১৭-১৮)। জীব-জন্তুর মধ্যে হিংস্রতা দেখা যায়। যিশাইয় ১১ ঃ ৬-৯ পদে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে ঈশ্বরের আগামী রাজ্যে বন্য প্রাণীদের মধ্যে হিংস্রতা থাকবে না, তারা পরস্পর শান্তিতে বাস করবে। এ থেকে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জাগে যে বন্য জীবনের বর্তমান শ্রেণী বিন্যাস পাপের অভিশাপেরই ফল ঃ সেখানে দুর্বল সবলের খাদ্য, এবং প্রকৃতির ঐক্য বা সঙ্গতি চূর্ণ-বিচূর্ণ।

উদ্ভিদ জীবনে ও পাপের ফল সপ্রকাশ। আগাছা ও কাঁটা গাছ ভাল গাছের বৃদ্ধি রোধ করে। মানুষের কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত খাদ্য জন্মায় না। পরিবেশ থেকে আহরণের জন্য মানুষকে তার দেহের উপর দিয়ে অনেক ধকল সহ্য করতে হয়। প্রেরিত পৌল এর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

> কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশ-প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে ·····এই প্রত্যাশায়···যে সৃষ্টি নিজে ও

ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্যন্ত এক সঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে ও এক সঙ্গে ব্যথা খাইতেছে (রোমীয় ৮ ঃ ১৯-২২)।

এক অনন্ত বিচ্ছেদ এবং শাস্তি ঃ

পাপের যে চরম ফলটি এখন আমরা উল্লেখ করতে যাচ্ছি সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখ জনক ফল। বাইবেল দেখায় যে অননুতপ্ত পাপীকে অনন্ত দণ্ড ভোগ করতে হবে। এই অবস্থা আমার কাম্য না হলেও স্পষ্ট বক্তব্যের প্রতি চোখ বুজে থাকতে আমি সাহস পাই না।

১২। নীচের প্রতিটি দ্রষ্টব্য খুঁজে বের করুন এবং অনন্ত শাস্তি সম্পর্কে সেগুলি কি বলে তা লিখুন।

ক) মথি ২৫ ঃ ৪১ .....

খ) মার্ক ৯ ঃ ৪৮ .....

গ) রোমীয় ২ ঃ ৮-৯ .....

ঘ) যিহূদা ১৩ .....

ঙ) প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১০-১১ .....

বাইবেলের লেখকেরা এই শাস্তিকে কখন ও কখন ও **ধ্বংস** বলে উল্লেখ করলেও, তা আসলে চিরকাল ধরে চলবে বা থাকবে (গীতসংহিতা ৫২ ঃ ৫ ; থিষলনীকীয় ১ ঃ ৬-৯ পদ দেখুন)। লক্ষ্য করবেন মথি ২৫ ঃ ৪৬ পদে স্বর্গ এবং নরক এই উভয়ের জন্য **অনন্ত** কথাটি ব্যবহাত হয়েছে ঃ অনন্ত দণ্ড (নরক) ; অনন্ত জীবন (স্বর্গ)। লোকেরা যদি তাদের পাপ থেকে মন না ফিরায় এবং তাদের পাপের সমস্যার সমাধান না করে, তাহলে তারা প্রভুর কাছ থেকে দূরে অনন্ত দণ্ড ভোগ করবে।

পাপীর পুনরুদ্ধার ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ কিভাবে একজন পাপীর পুনরুদ্ধার হয় এবং পুনরুদ্ধারের ফলগুলি কি, যে উক্তিগুলি তা ব্যাখ্যা করে সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

হতাশার মধ্যে আশার আলো আছে ঈশ্বর তাঁর দয়ার দ্বার চালিত হয়ে আত্মিক মৃত্যুর ফলগুলি থেকে রেহাই পাবার একটি উপায় করেছেন। যারাই তাঁর এই অনুগ্রহের দান গ্রহণ করবে তাদের জন্য তিনি তাঁর সান্নিধ্যে এক অনন্ত গৌরবের পথ করেছেন। আপনি, আমি সকলেই, আত্মিক এবং দৈহিক এই উভয় জীবনে উদ্ধার পেতে পারি এবং পাপের প্রভাব দূরীভূত হতে পারে।

আত্মিক পুনরুদ্ধার ঃ

ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের আত্মিক পুনরুদ্ধারের বন্দোবস্ত করেছেন। যীশু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমাদের বদলে মরেছেন। যোহন ৩ ঃ ১৬-১৭ পদে এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

> কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়।

আমরা যদি আমাদের পাপ থেকে মন ফিরাই, আমরা যদি পাপ পরিত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত লই, তাহলে আমাদের পুনরুদ্ধারের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এজন্য আমাদের অবশ্যই তাঁর পরিত্রাণের দান গ্রহণ করতে হবে এবং তিনি আমাদের সাহায্য করবার যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা দাবি করতে হবে। এজন্য একটি বিশ্বাসের কাজ আবশ্যক, আর বাইবেল বলে যে "অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি" (ইফিষীয় ২ ঃ ৮)। একটি সর্বশেষ প্রয়োজন হচ্ছে স্বীকার করা যে "যীশুই প্রভু" (রোমীয় ১০ ঃ ৯)। আমরা যখন তাঁর উপরে বিশ্বাস করি, আমাদের পাপ স্বীকার করে সেগুলি পরিত্যাগ করি, এবং যীশুকে আমাদের জীবনের প্রভু হতে দেই তখন আমরা পরিবর্তিত। আমরা আত্মিক জীবন লাভ করি (ইফিষীয় ২ ঃ ১-৯, কলসীয় ২ ঃ ১৩)

আমরা খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি স্বরূপ হই ঃ "ফলত ঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল ; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে" (২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১৭)। প্রেরিত বিশ্বাসীদের এই উপদেশ দেন যেন আমরা আমাদের পুরান স্বভাবকে খুলে ফেলে দেই এবং ঈশ্বরকে আমাদের এমন এক নতুন ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে তোলাবার সুযোগ দেই যা ঈশ্বরের গৌরবজনক (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৭-২৮ ; কলসীয় ৩ ঃ ১-১৭)।

আমাদের প্রভু তাঁর মৃত্যুর দ্বারা পাপের পাওনা পরিশোধ করে এর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আমরা নির্দোষ হই। তিনি আমাদের জন্য ক্ষমা অর্জন করে বিনামূল্যে আমাদের পরিপূর্ণ মুক্তি দান করেন। তিনি আমাদের এক নতুন স্বভাবও দান করেন। আমরা যদি ও এইরূপ দূষিত স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি, তথাপি ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারে তিনি আমাদের গ্রহণ করেন। তদুপরি তিনি আমাদের ঈশ্বরের পুত্রের মর্যাদা দেন এবং ঈশ্বরের ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী করেন (রোমীয় ৮ ঃ ১৭)। আমাদের প্রভু আমাদের আত্মিক পুনরুদ্ধারের জন্য যে শুধুমাত্র এই সমস্ত বন্দোবস্তই করেন তা নয়, অধিকন্তু তিনি আমাদের উকিল অর্থাৎ আমাদের মধ্যস্থ রূপে কাজ করেন এবং সর্বশক্তিমান বিচারকর্তাকে আমাদের প্রতি দয়া করবার জন্য অনুরোধ করেন (ইব্রীয় ৭ ঃ ২৫ ; ১ যোহন ২ ঃ ১)।

পরিত্রাণরূপ দানটির সাথে রয়েছে নতুন বিশ্বাসীর জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব। তাকে অবশ্যই "আলোতে চলতে হবে" (১ যোহন ১ ঃ ৭ ; যোহন ১ ঃ ৪-৯ দেখুন)। খ্রীষ্টিয়ান যদিও এই জীবনে কখন ও সিদ্ধতা অর্জন করেন না, তবে তিনি **আলোতে** চলতে এবং এর প্রতি সাড়া প্রবণ হতে পারেন। এর ফলে দুটি বিষয় ঘটে ঃ ১) তিনি অন্যান্য বিশ্বাসীদের সহভাগিতা লাভ করেন, এবং ২) তিনি শুচিকৃত হন। বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মাকে ব্যর্থতা, ভুল মনোভাব, অথবা কোন প্রকার পাপ দেখিয়ে দেবার সুযোগ দেন তখন এই শুচি করণের কাজ সম্পন্ন হতে পারে। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জীবন যাপনে তাকে অবশ্যই

এই সমস্ত পাপ স্বীকার করতে এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের সকল প্রলোভনকে প্রতিরোধ করবার সংকল্প নিতে হবে (রোমীয় ৮ ঃ ৫)।

(পরিত্রাণের মতবাদটি সম্পর্কে আরও বিশদ অধ্যয়নের জন্য **খ্রীষ্টে নব জীবন ঃ পরিত্রাণ সম্পর্কে একটি পাঠ্য পুস্তক**-নামক আই, সি, আই কোর্সটি পড়ুন।)

১৩। এই অংশের উপর ভিত্তি করে তাঁর আত্মা-ত্যাগের মৃত্যু দ্বারা আমাদের জন্য যীশুর অর্জিত তিনটি বিষয় আপনার নোট খাতায় উল্লেখ করুন।

দৈহিক পুনরুদ্ধার ঃ

যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা আমাদের জন্য শুধুমাত্র আত্মিক পুনরুদ্ধারের বন্দোবস্ত করেছেন তা নয়, তিনি আমাদের দৈহিক পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা ও করেছেন। অভিশাপের অংশ যে অসুস্থতা, খ্রীষ্টে ক্রুশীয় মৃত্যুর ফলে তা এর শক্তি হারিয়েছে। বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে রোগ-মুক্তি হচ্ছে খ্রীষ্টের সাধিত পুনরুদ্ধার কার্যের একটি অংশ। বাইবেলের সবচেয়ে সুন্দর কবিতাগুলির কোন কোনটি ঈশ্বরের দেওয়া আরোগ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছে ঃ

সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন,
আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন ;
তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত,
ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত।

কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ,
আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন ;
আমাদের শান্তি জনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল,
এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।

যিশাইয় ৫৩ ঃ ৪-৫

১৪। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন তার পর ঐশ্বরিক আরোগ্য সম্পর্কে প্রতিটি অংশ কি বলে তা লিখুন।

ক) মথি ৮ ঃ ১৭ .....

খ) ১ পিতর ২ ঃ ২৪ .....

যীশু তাঁর পৃথিবীর পরিচর্যা জীবনে অসংখ্য রোগীকে সুস্থ্য করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি যাদের সেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন তাদের ও ঈশ্বরের রাজ্যের বানী প্রচার করতে রোগীদের আরোগ্য সাধন করতে আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ১০ ঃ ৭-৮ ; মার্ক ১৬ ঃ ১৮ , লক ৯ ঃ ১-২ , ১০ ঃ ৯ পদ দেখুন)।

যীশু স্বর্গে চলে যাওয়ার পরে তাঁর শিষ্যেরা এই পৃথিবীতে আরোগ্য সাধনের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ বই খানি আরোগ্য সাধনের অলৌকিক কার্যে পরিপূর্ণ। তদুপরি যাকোব আমাদের এই শিক্ষা দেন যে, মণ্ডলীর নেতাগন রোগীদের জন্য প্রার্থনা করবেন এবং ঈশ্বরের দ্বারা তাদের আরোগ্য আশা করবেন (যাকোব ৫ ঃ ১৪)। আর এ বিষয়টি যীশুর এই উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে, তিনি এসেছেন যেন আমরা পরিপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারি (যোহন ১০ ঃ ১০)।

এই জগত এখন পর্য্যন্ত রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত নয়, কিন্তু সমগ্র মণ্ডলীর ইতিহাসে আমরা এই সাক্ষ্য পাই যে, যারা যীশুর উপরে নির্ভর করে তারা তাদের বিশ্বাসের প্রার্থনার উত্তরে আরোগ্য লাভ করতে পারে। এইরূপে, কালভেরীর ক্রুশের উপরে আমাদের প্রভুর সাধিত কার্যের ফলে আমরা আত্মিক, দৈহিক এবং অনন্ত উপকার লাভ করতে পারি। আদমের মাধ্যমে মানব জাতির মধ্যে পাপ প্রবেশ করেছে; যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা পাপ এবং ফল থেকে মুক্ত হয়েছি। আসুন আমরা তাঁর পরিত্রাণ রূপ মহা দানের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রশংসা নিবেদন করি।

১৫। আমাদের আত্মিক এবং শারীরিক (দৈহিক) পুনরুদ্ধার সম্পর্কে যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) আত্মিক পুনরুদ্ধারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল এই যে, তা আমাদের পুনরায় ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় আনয়ন করে।

খ) আমাদের পাপের জন্য যীশু ক্রুশের উপরে মরেছেন বলে এখন মানুষ পাপের প্রাপ্য শাস্তি থেকে মুক্ত।

গ) আত্মিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন অনুতাপ, পাপ থেকে ফেরা, এবং আলোতে চলা।

ঘ) অসুস্থতা হচ্ছে সেই অভিশাপেরই একটি অংশ যাকে আমাদের সকলকে জীবনের একটি অংশ বলে গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) ঐশ্বরিক আরোগ্যের জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস।

চ) আলোতে চলার ফল হচ্ছে পাপ থেকে শুচি হওয়া এবং অন্য বিশ্বাসী-দের সঙ্গে সহভাগিতা।

ছ) নূতন নিয়মের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য লোক ঐশ্বরিক আরোগ্য লাভ করেছে।

জ) ঐশ্বরিক আরোগ্য লাভের জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়টি হল মণ্ডলীর কোন একজন নেতার প্রার্থনা।

ঝ) আদম মানব জাতির উপরে যে সকল অশুভ ফল এনেছিল ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তকারী মৃত্যুর দ্বারা সে সবই পরাস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ পাঠ এই খানি। পরীক্ষাটির কাজ শেষ হলে পর ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পাঠ পুনরণীক্ষণ করুন, এবং ২য় খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। ছাত্র রিপোর্টের নির্দেশ মত কাজ করুন।

পরীক্ষা ঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তর। এই বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন।

১। মানব জাতির মধ্যে পাপের উৎপত্তি হয়েছিল ....
...................................পাপ থেকে।

২। এই মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি হয়েছিল..... বিদ্রোহ থেকে।

৩। পাপের বাস্তবতার প্রমাণ গুলি হচ্ছে .....

৪। একজন পাপীর পুনরুদ্ধারের জন্য আবশ্যকীয় পদক্ষেপ বা ধাপ গুলি হচ্ছে .....

৫। পাপের সর্বপেক্ষা দুঃখজনকও ভয়ানক পরিণতি হচ্ছে .....

সত্য-মিথ্যা। উক্তিটি সত্য হলে পাশে **স** লিখুন। মিথ্যা হলে **মি** লিখুন।

.....৬) শয়তান প্রথমে পাপ না করলে মানুষের পক্ষে পাপে পড়বার কোন সম্ভাবনা থাকত না।

.....৭) মানুষের পাপ স্বভাবের জনাই আইন-কানুন প্রয়োজন।

.....৮) মানুষ তার নিজের স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তোষ্ট করতে পারে না,—বাইবেলে এর বহু নিদর্শন আছে।

.....৯) বাইবেলের নিদর্শন অনুসারে অহংকার এবং স্বার্থপরতাই শয়তানের পতন ঘটিয়েছিল।

.....১০) আজকের জগতে শয়তানের কৌশল হচ্ছে ঈশ্বরের কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ এক কার্যক্রম অনুসরণ করা।

.....১১) ঈশ্বর নিষেধ করেছিলেন বলেই হবার দ্বারা ঐ ফল খাওয়া পাপ হয়েছিল।

.....১২) মানব জাতির মধ্যে পাপ প্রবেশ করবার ফলে মানুষ এক মৃত আত্মিক স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। আপনার উত্তরের মধ্যে এই চিন্তাগুলি থাকা উচিত ঃ মানুষ ঈশ্বরের সেবা করবে কি করবে না, ঈশ্বর মানুষকে নিজেকে তা স্থির করবার ক্ষমতা দিয়েছেন।' এই মনোনয়নের জন্য একটি পরীক্ষার প্রয়ো-

জন ছিল। আমাদের আদি পিতা-মাতা হিসেবে তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের অনুরাগ বা আগ্রহ অনুসরণ না করে নিজেদের স্বার্থপর বাসনাকে অনুসরণ করেছিল। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে তারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছিল বলে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের এই পাপ স্বভাব লাভ করেছি। ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি ন্যায় সংগত ছিল, কারণ এর ফল ভোগ করতে হবে জেনেও তারা ইচ্ছাপূর্বক ভাল-মন্দের মধ্যে একটিকে বেছে নিয়েছিল।

১। ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা।

৯। ক) ৩) স্বার্থপরতা। ঘ) ১) সীমা লংঘন।
খ) ৫) দূষণ।
গ) ২) লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া। ঙ) ৪) বিদ্রোহ।

২। নতুন বংশ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যা মন্দ তাই করেছিল (ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল)।

১১। ক) আজ আমরা শুধুমাত্র আদমের..............................

৩। সদাপ্রভুর সৃষ্টিতে যা মন্দ ইস্রায়েলীয়েরা বার বার তাই করেছিল।

১০। ক) ৪) বিবেক। ঘ) ২) আবেগ বা অনুভূতি।
খ) ১) বুদ্ধি। ঙ) ৩) ইচ্ছা।
গ) ৫) আত্মা।

৪। পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের আইন-কানুনের প্রতি অবাধ্যতা ও তা পালন করতে না পারা। তা হচ্ছে লোকদের যাবতীয় অন্যায় কাজ।

১২। ক) যারা অভিশপ্ত তারা দিয়াবল ও তার দূতগণের সঙ্গে অনন্ত আগুনে যাতনা ভোগ করবে।
খ) যারা শাস্তি প্রাপ্ত তাদের নরকে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে কীট মরে না এবং আগুন ও কখন ও নিভে না।
গ) যারা পাপাচারী, তাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সংকট বর্তাবে।
ঘ) ঘোরতর অন্ধকার অনন্ত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।

ঙ) যারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করে তারা জ্বলন্ত গন্ধকের আগুণে যাতনা ভোগ করবে তারা দিন-রাত কখন ও বিশ্রাম পায় না।

৫। আপনার উত্তরের মধ্যে এই ধারণাগুলি থাকতে পারে ঃ বাইবেলে পাপের বাস্তবতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিদর্শণ আছে ; আদম-হবার মধ্যদিয়ে এর আরম্ভ, কয়িনের পাপ এবং পরে ইস্রায়েল জাতির বারংবার পাপের বিবরণ বাইবেলে আছে। নূতন নিয়ম হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত ব্যবস্থার বিবরণ, এবং তাতে পাপের বহু উদাহরণ আছে। জগতের সর্বত্রই শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন, কারণ লোকেরা জন্মগত ভাবেই স্বার্থপর ও বিদ্রোহী।

১৩। এদের যে কোনটি ঃ তিনি পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করেছেন ; তিনি আমাদের পাপের দণ্ড পরিশোধ করেছেন ; তিনি আমাদের ধার্মিক বা নির্দোষ করেন, আমাদের জন্য পাপের ক্ষমা অর্জন করেন, আমাদের বিনামূল্যে পরিপূর্ণ মুক্তি দান করেন। তিনি আমাদের এক নতুন স্বভাব দেন, আমাদেরকে ঈশ্বরের পুত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারী করেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য মিনতি করেন। তিনি আমাদের দৈনন্দিন চলার পথে আলো দেখান।

৭। ক) তাকে মৃত্যুর শাস্তি পেতে হয়েছিল।
খ) মৃত্যু।

১৪। ক) তিনি আমাদের দুর্বলতা সকল গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের ব্যাধি সকল বহন করেছেন।
খ) তাঁর ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়েছ।

৬। ক) মিথ্যা।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।
ঘ) সত্য।
ঙ) সত্য।

১৫। ক) সত্য।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।
ঘ) মিথ্যা।
ঙ) সত্য
চ) সত্য।
ছ) সত্য।
জ) মিথ্যা।
ঝ) সত্য।

তৃতীয় খণ্ড

ঈশ্বরের ব্যবস্থা